১৭ জানুয়ারি, ২০১৪

রাহুলকে নিয়ে কংগ্রেসে অনিশ্চয়তা

অরুণ জেটলি

বিরোধী দলনেতা, রাজ্যসভা

লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস কোনও প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম না ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার বদলে দলের ভোট প্রচারে নেতৃত্ব দেবেন শ্রী রাহুল গান্ধী। একটি দলের উপর পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ কতটা কমে গেছে তা এই ঘটনায় স্পষ্ট। গত ২৫ বছরে কোনও গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হননি। প্রকৃতপক্ষে ভারত পাল্টে যাচ্ছে। গান্ধীরা দল নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেও দেশ নয়। আশঙ্কার কারণেই ২০০৪-এ পরিবারকে কুর্সি থেকে দূরে সরিয়েছে। পরাজয়ের আশঙ্কা চোখেমুখে ধরা পড়ছে বলেই ২০১৪-র ভোটে প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী হিসেবে রাহুল গান্ধীর নাম ঘোষণায় অনিচ্ছুক দল।

অবশ্য প্রকৃত উদ্দেশ্য তা ছিল না। ২০১৩-র ডিসেম্বরে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী বলেছিলেন, যথাসময়ে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং-ও যোগ্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শ্রী রাহুল গান্ধীকে শংসাপত্র দিয়েছেন। তাহলে হঠাৎ দলের মধ্যে কেন এই অনিশ্চয়তা? কংগ্রেস প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করার সদিচ্ছা হারিয়ে ফেলছে। এটা দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনেই ধরা পড়েছিল। শ্রী রাহুল গান্ধীর জনসভায় ভিড় হয়েছিল খুবই কম। আর তারপর দলের কোনও জাতীয় স্তরের নেতা জনসভা করতে আসেননি। আশঙ্কা এখন প্রত্যক্ষ হয়েছে। প্রতিকূল রাজনৈতিক অবস্থায় আপনাদের একমাত্র তুরুপের তাস কেন নষ্ট করা হল? প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করার মতো আর তো রসদ রইল না। জাতীয় জনমত সমীক্ষায় বিশাল পার্থক্য থাকলেও নিদেনপক্ষে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাহুলের ব্যক্তিত্বের তুলনায় আপনারা মাথা নীচু করে নিতে পারতেন। বিলম্ব হলেও প্রকৃত বাস্তবকে মেনে নেওয়া হয়েছে যা অবশ্য কংগ্রেস দলেরই অংশ। সরকার গড়ার যদি কোনও আশাই না থাকে তাহলে শুধুমুদু প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে রাহুল গান্ধীর নাম ঘোষণা করে কী হবে!

প্রধানমন্ত্রী সাহসী মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি জোর গলায় বলেছেন, ২০১৪-র নির্বাচনে জয় হবে রাহুল গান্ধীর। হারলে কি তার দায় রাহুলের দিকে যাবে? এবিষয়ে আমার সন্দেহ রয়েছে। কংগ্রেস দল এমনটা ভেবেই কাজ করে যে, গান্ধী পরিবার কখনও ভুল করতে পারে না। তাঁরা কখনও বিফল হন না। দলই ব্যর্থ হয়। তাঁদের উপদেষ্টাদের ভুল পরামর্শ দায়ী। দলের কাছে গান্ধী পরিবারের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। কারণ তাঁরাই হলেন দল।